



113852 - ব্যাংকিং আমানতের প্রকারভেদে ও এর হুকুম

প্রশ্ন

‘ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক’-এর মতো কোন ইসলামী ব্যাংককে আমানত রাখার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

লেনদেনের অধিকার না দিয়ে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে যা কিছু জমা রাখা হয় সটোককে আমানত বলা হয়। হটলে বা এ জাতীয় স্থানগুলোতে ‘লকার’ নামে যা থাকে সটোর ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। হতে পারে কোন কোন ব্যাংকও এ ধরণে লকার রয়েছে। পক্ষান্তরে, সটোককে ‘ব্যাংকিং আমানত’ বলা হয় সটে এ সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। যহেতে ব্যাংক জমাকৃত অর্থ সংরক্ষণ করে রাখে না; বরং এ অর্থ দিয়ে লেনদেন করে।

এই হল আমানতের পরিচিত সংক্রান্ত আলোচনা। আর হুকুমে ব্যাপারে কথা হল— আমানত দুই প্রকার:

এক. লাভজনক আমানত। এটাকে চাহবিমাত্র প্রদানে আমানত কথিবা চলতি হিসাব বলা হয়। এর বশেষিট্য হল: গ্রাহক ব্যাংককে তার অর্থ জমা রাখবেন এবং যখন ইচ্ছা তখন উত্তোলন করতে পারবেন। তবে কোন লাভ পাবেন না। এ ধরণে লেনদেনে কোন আপত্তি নেই। যহেতে এটি প্রকৃতপক্ষে গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ। কিন্তু, যদি ব্যাংকটি সুদী ব্যাংক হয় তাহলে এমন ব্যাংককে অর্থ জমা রাখা জায়গে নয়। যহেতে সুদী ব্যাংক এ অর্থ থেকে উপকৃত হবে এবং এ অর্থের মাধ্যমে তার হারাম কর্মকাণ্ডগুলোকে মজবুত করবে। তবে, কোন গ্রাহকের যদি তার অর্থ ব্যাংককে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয় এবং অন্য কোন ইসলামী ব্যাংক না পান সক্ষেত্রে তার সম্পদ সুদী ব্যাংককে সংরক্ষণ করলে গুনাহ হবে না।

আরও জানতে দেখুন: [22392](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই: সঞ্চারী আমানত। এর বশেষিট্য হল: গ্রাহক মুনাফার বনিমিয়ে তার অর্থ ব্যাংককে রাখবেন। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ময়াদে ময়াদে তিনি সেই মুনাফা পাবেন। এ প্রকার আমানতের কিছু জায়গে পদ্ধতি রয়েছে। আবার কিছু হারাম পদ্ধতি রয়েছে।

জায়গে পদ্ধতির মধ্যে হল গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার চুক্তিটি মুদারাবা চুক্তি হওয়া। অর্থাৎ ব্যাংক নির্দিষ্ট আনুপাতিক লাভ দয়ার বপিরীতে মুবাহ (শরিয়ত অনুমোদিত) প্রজেক্টসমূহে আমানতের অর্থ বনিয়োগ করা। এ ধরণে চুক্তির ক্ষেত্রে



শর্তগুলো হল:

১। ব্যাংক কর্তৃক মুবাহ খাতগুলোতে অর্থ বনিয়োগ করা। যমেন: উপকারী প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়ন, আবাসন তরী, ইত্যাদি। সুদ ব্যাংক বা সনিমো হল প্রতিষ্ঠা করা কথিবা অস্বচ্ছল লোকদেরকে সুদভিত্তিক ঋণ দায়ের ক্ষেত্রে অর্থ বনিয়োগ করা জায়গে হবে না।

তাই ব্যাংক কিকি খাতে বনিয়োগ করে সটো জানা আবশ্যিক।

২। মূলধন ফরেত দায়ের গ্যারান্টি না দায়ো। অর্থাৎ লোকসান হলে ব্যাংক গ্রাহকরে মূলধন ফরেত দায়ের দায় গ্রহণ না করা; যতক্ষণ না ব্যাংকরে পক্ষ থেকে কসুররে কারণে লোকসান না হয় এবং ব্যাংকই এ লোকসানের প্রধান কারণ না হয়।

কনেনা যদি মূলধন ফরেত দায়ের গ্যারান্টি দায়ো হয় এমন চুক্তি প্রকৃতপক্ষে ঋণরে চুক্তি। অতিরিক্ত যে মুনাফা আসে সটো সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

৩। শুরু থেকে লাভ নরিদষ্টি থাকা ও চুক্তিতে উল্লেখিত থাকা। তবে লাভ নরিদষ্টি করতে হবে লভ্যাংশরে সাধারণ অনুপাতরে ভিত্তিতে; মূলধন থেকে নয়। উদাহরণতঃ এক পক্ষ পাবে লাভরে এক তৃতীয়াংশ কথিবা অর্ধকে কথিবা ২০%। অবশিষ্টাংশ পাবে অপর পক্ষ। যদি লাভ অজ্ঞাত ও অনরিদষ্টি থাকে তাহলে এমন চুক্তি সঠিক হবে না। ফকিহবদি আলমেগণ উল্লেখ করেছেন যে, লাভরে অনুপাত অজ্ঞাত থাকলে মুদারাবা চুক্তি নিষ্টি হয়ে যায়।

মুদারাবার হারাম পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। মূলধন ফরেত দায়ের গ্যারান্টি দায়ো। উদাহরণতঃ গ্রাহক ১০০ মুদ্রা আমানত রাখল; যাতে করে তার মূলধন ফরেত দায়ের গ্যারান্টিসিহ সএ ১০ মুদ্রা মুনাফা পায়। এটি সুদভিত্তিক ঋণ। অধিকাংশ ব্যাংকএ এ লনেদনে চলএ। এ ধরণরে লনেদনেকে আমানত কথিবা ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটে কথিবা সএঞ্চরী বই নামে অভহিত করা হয়। এ মুনাফা বিভিন্ন ময়াদে বতিরণ করা হয় কথিবা লটারীর মাধ্যমে বতিরণ করা হয়; যমেনটি করা হয় 'সি' ক্যাটাগরীর ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটেরে ক্ষেত্রে। উল্লেখিত সব লনেদনে হারাম। ইতপূর্ববে 98152 নং ও 97896 নং প্রশ্নটোতরে এ ব্যাপারে বসিতারতি আলোচনা করা হয়েছে।

২। ব্যাংক কর্তৃক হারাম প্রজেক্টগুলোতে অর্থ বনিয়োগ করা। যমেন- সনিমো হল বানানো, পর্যটন ভলিজে তরী করা; যসেব ভলিজে শরয়িত গ্রহতি করমকাণ্ড সংঘটিত হয়, পাপরে সয়লাব ঘটএ। এমন ব্যাংকএ বনিয়োগ করা হারাম। যহেতু এর মাধ্যমে পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হয়।

ব্যাংকগুলো যে ধরণরে আমানতগুলোর লনেদনে করে সেগুলোর ব্যাপারে এটাই সার কথা।



ওআইসি-এর অধিভুক্ত 'ইসলামী ফকিহ একাডেমী' এর সর্দিধানত্বে এসছে য়ে:

“এক: চাহবিমাত্র প্রদয়ে (চলতি হিসাব) আমানতগুলো ইসলামী ব্যাংকসমূহে হোক কথিবা সুদী ব্যাংকসমূহে হোক ইসলামী ফকিহর দৃষ্টিতে এগুলো ঋণ। এই আমানতগুলোর উপর গ্রহণকারী ব্যাংকরে কর্তৃত্ব হছে ফরেত দয়োর গ্যারান্টিযুক্ত কর্তৃত্ব। গ্রাহক চাহবিমাত্র ব্যাংক আমানতরে এ অর্থ ফরেত দিতে আইনতঃ বাধ্য।

ব্যাংক (ঋণগ্রহীতা) সামর্থ্যবান হওয়ায় এ ঋণরে হুকুমরে উপর কোন প্রকার প্রভাব পড়বে না।

দুই: ব্যাংকিং সেক্টরে বদ্যমান লনেদনেরে ভিত্তিতে ব্যাংকিং আমানত দুই ধরণরে:

ক. য়ে আমানতগুলোর বপিরীতে মুনাফা দয়ো হয়। সুদী ব্যাংকগুলোতে য়া বদ্যমান। এ ঋণগুলো সুদভিত্তিকি ও হারাম; চাই সগুলো চাহবিমাত্র প্রদয়ে (চলতি হিসাব) শরণীর আমানত হোক কথিবা ময়োধী আমানত হোক কথিবা নোটশিসহ আমানত হোক কথিবা সঞ্চয়ী হিসাব হোক।

খ. য়ে ব্যাংকগুলো বাস্তবে ইসলামী শরয়ীর বধিবধিান মনে চলে সয়ে সব ব্যাংকবে বনিয়োগরে চুক্তিতে মুদারাবার মূলধন হিসেবে য়ে আমানতগুলো জমা করা হয়; এই শর্তে য়ে লভ্যাংশরে একটি ভাগ গ্রাহক পাবে। এমন আমানতগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামী ফকিহ শাস্তরে উল্লেখিত মুদারাবার বধিবধিানগুলো প্রযোজ্য। য়ে বধিানগুলোর মধ্যে রয়েছে য়ে, মুদারবি (ব্যাংক) এর জন্য মুদারাবার মূলধনরে গ্যারান্টি দয়ো নাজায়য়ে।”[মাজাল্লাতুল মাজমায়লি ফকিহ, সংখ্যা-৯, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৩১]

ফয়সাল ব্যাংক যদি অর্থকবে বধে প্রজকেটে বনিয়োগ করা, গ্রাহকরে মূলধন ফরেত দয়োর গ্যারান্টি না দয়ো, নরিদষ্টি আনুপাতকি লাভরে উপর চুক্তিবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বধিগুলো মনে চলে তাহলে এ ব্যাংকবে বনিয়োগ হিসেবে আমানত রাখতে কোন অসুবধি নহে। অনুরূপভাবে এ ব্যাংকবে চলতি হিসাব খুলতেও কোন অসুবধি নাই।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।